ক বাংলা

তারিখ 21/4/79 ... ...
পৃঃ 1 কলাম 1

252

পেট্রল ও কেরোসিনের দাম বাড়লো

(স্টাফ রিপোর্টার)

কেরোসিন, পেট্রল, ডিজেলসহ সকল জ্বালানী তেলের দাম গড়ে শতকরা ২৩ ভাগ বাড়ানো হলো। বর্ধিত মূল্য শুক্রবার মধ্যরাত থেকে কার্যকরী হয়েছে।

গতকাল রাতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব এস হাসান আহমদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শোধিত জ্বালানী তেলের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

তিনি জানান, তেলের দাম না বাড়াতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম দফায় দফায় বাড়লেও গত তিন বছর যাবত বাংলাদেশ শোধিত তেলের স্থানীয় দাম বাড়ায়নি। এর আগে তেলের দাম বাড়ানো হয়েছিল ৭৬ সালের মার্চ মাসে। ঐ সময় থেকে বর্তমানে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে গড়ে শতকরা ৫৪ ভাগ। তেলের আমদানী মূল্য বৃদ্ধির দরুন সরকার দাম বাড়ানর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আজ থেকে তেলের নয়া দাম গ্যালন হিসেবে ঃ

অকটেন ঢাকায় ২৭ টাকা ৭৪ পয়সা: (পূর্ববর্তী দাম ২২ টাকা ৫৬ পয়সা) বৃদ্ধির হার শতকরা ২৩ ভাগ। চট্টগ্রামে ২৭ টাকা ৩৭ পয়সা (পূর্ববর্তী দাম ২২ টাকা ৩৫ পয়সা), খুলনায় ২৭ টাকা ৮৯ পয়সা (পূর্ববর্তী দাম ২২ টাকা ৫৮ পয়সা)। নগর শুল্ক বাদে।

পেট্রল ঢাকায় ২৫ টাকা ৭১ পয়সা (আগের দাম ২১ টাকা ৬ পয়সা), বৃদ্ধির হার— শতকরা ২২ ভাগ; চট্টগ্রামে ২৫ টাকা ৩৬ পয়সা (আগের দাম ২০ টাকা ৮৫ পয়সা) ও খুলনায় ২৫ টাকা ৮৪ পয়সা (আগের দাম ২১ টাকা ৮ পয়সা)। নগর শুল্ক ধরা হয়নি।

কেরোসিন ঃ ১১ টাকা ৭৬ পয়সা (পূর্ববর্তী দাম ৯ টাকা ২৮ পয়সা)। বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতি গ্যালন কেরোসিনের একই দাম ধার্য করা হয়েছে।

ডিজেল ঃ প্রতি গ্যালন ১১ টাকা ৯১ পয়সা (পূর্ববর্তী দাম ৯ টাকা ৪৬ পয়সা), বৃদ্ধির হার শতকরা ২৬ ভাগ। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ডিজেলের একই দাম ধার্য করা হয়েছে। এ দামে স্থানীয় নগর শুল্ক অন্তর্ভুক্ত নয়।

নতুন মূল্য নির্ধারণের পর ফতুল্লা, গোদনাইল, ঝালকাঠি, আশুগঞ্জ, চাঁদপুর এবং বরিশাল ডিপোতে পেট্রোলিয়ামজাত বিভিন্ন তেলের প্রতিগ্যালনে দাম দাঁড়াবে নিম্নরূপ ঃ অকটেন ১০০—২৬ টাকা ৮৪ পয়সা, পেট্রল—২৪ টাকা ৮১ পয়সা, জেপি-১—১৪ টাকা ৩২ পয়সা, সুপিরিয়র কেরোসিন—১১ টাকা ৪৬ পয়সা, হাই ডিজেল—১১ টাকা ৪৬ পয়সা, জুট বাচিং অয়েল—১১ টাকা ৭২ পয়সা, লাইট ডিজেল—১০ টাকা ৯২ পয়সা এবং ফার্নেস অয়েল— ৬ টাকা ৫৩ পয়সা।

ঢাকায় প্রতি গ্যালনে ৩ পয়সা অকট্রয় চার্জ যোগ করে এ দাম হবে নিম্নরূপ ঃ অকটেন ১০০—২৭ টাকা ৭৭ পয়সা, পেট্রল—২৫ টাকা ৭৪ পয়সা এবং হাইস্পীড ডিজেল অয়েল —১১ টাকা ৯৪ পয়সা।

চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের জানান যে বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে অপরিশোধিত তেল কিনছে। কিন্তু দেশে জ্বালানী তেলের বিশেষ করে ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেশ অয়েলের চাহিদা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত ৬ মাসে পূর্ববর্তী ৬ মাসের তুলনায় অতিরিক্ত ১৫ হাজার টন কেরোসিন ও ডিজেল বাজারে ছাড়া হয়েছে। তাই সাম্প্রতিক তেল সংকট প্রত্যাশিত ছিলো না।

শোধিত জ্বালানী তেল সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান হয় কিনা এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—এ ব্যাপারে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধির ফলে সংস্থার গত তিন মাসে ৭ কোটি টাকা কম আয় হয়েছে। তবে তিনি আশা করেন যে নয়া মূল্য বৃদ্ধির ফলে কিছু টাকা এ্যাডজাস্ট হতে পারে।

তিনি জানান যে এবারের বাৎসরিক তেলের চাহিদা হচ্ছে সাড়ে ১৪ লাখ টন। গতবারের চাহিদা ছিল সাড়ে ১৩ লাখ টন। গত বছর তেল আমদানীতে ব্যয় হয়েছিল ১৮২ কোটি টাকা। এবার ব্যয় হবে ২০৭ কোটি টাকা।

তিনি আরও জানান যে চট্টগ্রাম তেল শোধনাগারে পরিশোধন ছাড়াও বছরে বাইরে থেকে প্রায় ৪ লাখ টন শোধিত তেল আনতে হয়। গত বছর শোধনাগারে ১০ লাখ টন তেল শোধিত হয়।

তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)